ভূমিকা

রবীন্দ্রসমকালীন বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। রবীন্দ্রপরিমণ্ডলে থেকেও কাব্যের বিষয় ও রীতিতে স্বকীয় জীবনদৃষ্টিজনিত অভিনবত্ব সঞ্চার করতে পেরেছিলেন তিনি। সুললিত কাব্যিক ভাষায় জগৎ ও জীবনের এক আদর্শায়িত লোক-সৃষ্টিতে চেষ্টিত না হয়ে প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনের বিচিত্র বিষয়কে কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। কাব্যমিনার থেকে নেমে এলেন মাটির পৃথিবীতে, তৈরি করে নিলেন নিজের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ঝিলিক, কিন্তু গদ্যাত্মক ভঙ্গিমা সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় অনুস্যূত আছে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-মিশ্রিত কবিদৃষ্টি। এই বিশিষ্ট কবিধর্ম যে কাব্যপ্রকরণ গড়ে নিল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিদের থেকে তা প্রায় বিপরীত কোটির। এই কবিকে নিয়ে তাই বিস্তৃত আলোচনা মূল্যহীন নয়।

অথচ রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে এ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা বিষয়ে তত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে নবকৃষ্ণ ঘোষের লেখা সংক্ষিপ্ত জীবনী ও দ্বিজেন্দ্রবন্ধু দেবকুমার রায়চৌধুরীর লেখা পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থদুটিতে তাঁর কাব্যের মূল্যায়নও আছে। এছাড়া দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য-সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আছে রথীন্দ্রনাথ রায়ের 'দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার', কবি কালিদাস রায়ের 'দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ও গান' বইতে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতেও দ্বিজেন্দ্রলাল-সম্পর্কিত সাহিত্যালোচনা আছে। 'ভৈরব'(আশ্বিন, ১৩৫০)-এ সজনীকান্ত দাসের 'কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়', রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় (২২শে পৌষ, ১৩৬৪) প্রমথনাথবিশীর 'কবি দ্বিজেন্দ্রলাল' এবং 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতি পত্রিকাতে দ্বিজেন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধাদিতেও ছড়িয়ে রয়েছে দ্বিজেন্দ্রকাব্য-বিষয়ক আলোচনা।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভার বিশিষ্টতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। ব্যক্তি-গতভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, ভিন্নধর্মী হলেও পরস্পরের সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ ছিল, এবং সর্বদা সমর্থন করতে না পারলেও সাহিত্য-বিচার করেছেন একে অন্যের - যদিও তা সর্বদা নিছক প্রশংসা নয়। ভুলে গেলে চলবে না রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিনখানি কাব্য গ্রন্থের মূল্যবান সমালোচনা করেছেন।

এরপরে কবি মোহিতলাল মজুমদার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁর গান, কবিতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর বিশেষভাবে করেছেন ছন্দের আলোচনা 'বাংলা কবিতার ছন্দ' বইতে। 'উদয়ন' পত্রিকায় ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের লেখা 'দ্বিজেন্দ্রলালের সুরবৃত্ত ছন্দ' প্রবন্ধে এবং শ্রীনীলরঞ্জন সেনের 'আধুনিক বাংলা ছন্দ', 'বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ধারা' প্রভৃতি গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্র-ছন্দরীতি বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে দ্বিজেন্দ্রলালের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অধ্যাপক শ্রী সুধীর চক্রবর্তীর লেখা 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণ বিস্মরণ' গ্রন্থেও দ্বিজেন্দ্রকাব্য-প্রকরণ বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়।

প্রবীণ এবং বিচক্ষণ সমালোচকদের এসব আলোচনা থাকা সত্ত্বেও যে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের বিষয়-রূপ-রীতি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি তার কারণ তাঁর কাব্যের আনুক্রমিক আলোচনা বা বিশ্লেষণ এখনও তেমন হয়নি। উল্লিখিত গ্রন্থ প্রবন্ধাদিতে তার রচনার সামগ্রিক মূল্যায়ণ থাকলেও কবিতা বা গানগুলি ধরে তেমন পরিপূর্ণ আলোচনা নেই। তাঁর কাব্যসংখ্যা বেশী নয়, সাতটি বাংলা কাব্য ও একটি ইংরেজি কাব্য লিখেছিলেন তিনি। এগুলি অবলম্বনে কাব্যবিষয় এবং কাব্যরীতিতে তিনি যে অভিনব কবিমানসের পরিচয় রেখেছেন সে সম্পর্কে পূর্ণতর আলোচনায় চেষ্টিত হয়েছি। বিষয় উপস্থাপনা, শব্দ-ব্যবহার, বাক্‌ভঙ্গিমা, ছন্দরীতি সব কিছুকেই এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রের জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় নূতন কিছু বলা নেই। তাঁর দুটি জীবনীগ্রন্থ এবং কবি কালিদাস রায়ের 'দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ও গান' বই-এর ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বা লেখায় অনুসন্ধান করেও নূতনতর তথ্য পাইনি। তবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর রচনাকে বিচার করতে চেয়েছি।

দ্বিজেন্দ্রকাব্যের বিষয় কোনো কাল্পনিক ঘটনা বা বস্তু নয়, বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি-জীবনের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর মনে যে ভাব জেগেছে, তাকেই বস্তু-অনুগ রূপ দিয়েছেন। তাঁর সমকালীন ও পূর্ববর্তী কবিদের সঙ্গে তুলনায় দেখতে চেষ্টা করেছি কতটা তিনি এঁদের অনুসরণ করেছেন, কতটাই বা মৌলিকতা এনেছেন।

কবিতার অবয়বে গদ্যের মেজাজ এনে কিভাবে নূতন কাব্যরীতির সূচনা করেছেন তিনি, বর্ণনাগুলি সার্থক চিত্রকল্প হয়ে উঠতে পেরেছে নাকি চিত্রধর্মে পর্যবসিত হয়েছে এই সব কাব্যপ্রকরণের দিকগুলি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। আর তাঁর ছন্দ ব্যবহারের কৃতিত্ব বা নূতনত্বকে কিছু কবিতার ছন্দোলিপি (Scantion) করে বুঝে নিতে চেষ্টা করেছি।

তাঁর নাটকগুলি সেকালে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কারণ নাটকে রূপ পেয়েছে যুগোচিত দেশাত্মবোধ, ঐতিহাসিক নাটকগুলিতেও আছে সেই উন্মাদনা। নাটক, নিয়ে তাই বহু আলোচনাও হয়েছে। নাটক আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়, নাটকে সন্নিবেশিত গানগুলির ভাবের দিক থেকে কতটা নাটকীয় তাৎপর্য আছে এবং গীতিকবিতা হিসেবে সেগুলির মূল্য আছে কিনা সে বিচারই শুধু আছে এই নিবন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে।

বিভিন্ন জাতের শব্দে সৃষ্ট তাঁর হাসির গানগুলি কি কেবল লঘু ধরণের হাসির গান নাকি সেই হাস্যরসের অন্তরালে আছে কোনো মহৎ আদর্শ বা চোখের জলের বেদনার্ত আভাস, লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করেছি। এর আগেও তো হাসির কবিতা লেখা হয়েছে, তবু

কেন বিশিষ্ট সে সন্ধান প্রাসঙ্গিক। প্রসঙ্গত ইংরেজি কাব্যের প্রভাবে রচিত কৌতুক কবিতার বৈশিষ্ট্যও এতে আলোচিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট অংশে ভাবের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের ইংরেজি কাব্যটির গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। তবে এ কাব্যপ্রকাশের পর বিলেতে পত্রপত্রিকায় এর যে প্রশংসা বেরিয়েছিল, সে লেখাগুলি অনাবৃত্ত থেকে গেছে। দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষের বইতে উল্লিখিত প্রশস্তি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। সেই দুষ্প্রাপ্য লেখাগুলি পেলে আমাদের মূল্যায়ণ পূর্ণাঙ্গ হোত বলে মনে হয়।

এই নিবন্ধে দ্বিজেন্দ্রকবিতা পরিচয়ের জন্য শিশু সাহিত্য সংসদের দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী ব্যবহার করেছি। উদ্ধৃতির পৃষ্ঠাসংখ্যা এই বইয়েরই। রবীন্দ্রকবিতার উদাহরণ নিয়েছি রবীন্দ্ররচনাবলীর জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ থেকে।

আমার কাজের উপযোগী বেশীর ভাগ বই পেয়েছি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে কিছু দুর্লভ বই এবং পত্রিকার সন্ধান পেয়েছি, দিলীপকুমার রায়ের 'ছান্দসিকী', 'সাঙ্গীতিকী' প্রভৃতি। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার 'সূচনা' অংশ, যা 'ভারতবর্ষ' প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলাল মৃত্যুর পূর্বে লিখে রেখে গিয়েছিলেন, সেই মূল্যবান রচনাও সংগৃহীত হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগার থেকেই। কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে 'নাট্যমন্দির', 'নব্যভারত', 'আর্য্যাবর্ত্ত', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পত্রিকা দেখার সুযোগ হয়েছে। কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার থেকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রবিষয়ক কিছু প্রবন্ধ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। নবকৃষ্ণ ঘোষের লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীগ্রন্থ অনেকদিন ধরেই ছাপা হয় না। এই দুষ্প্রাপ্য বইটি কোচবিহারের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার থেকেই পেয়েছি। 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল', 'দ্বিজেন্দ্রকাব্যসঞ্চয়ন' প্রভৃতি বই কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে কোচবিহার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ-গ্রন্থাগারিক শ্রী দিপেন চন্দ

মহাশয়ের সহায়তায়। একটি দুর্লভ ইংরেজি বই Rev. R.H. Barham রচিত 'Ingoldsby Legends' বইটি-ও কোচবিহার কলেজ গ্রন্থাগার থেকেই পাওয়া। জলপাইগুড়ির জেলা-গ্রন্থগার ও জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির স্থানীয় গ্রন্থাগার 'রাধিকা লাইব্রেরী' থেকেও কাজের সহায়ক বিভিন্ন পত্রিকা জোগাড় করতে পেরেছি।

এছাড়া জলপাইগুড়ির প্রবীণ বিদ্যোৎসাহী শিক্ষক প্রয়াত নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কিছু পুরনো পত্রিকা ব্যবহার করতে দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ময়নাগুড়ির স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে তাঁর পুত্রের অনুকূল্যে। সেখানে মাসিক বসুমতীর একটি দুর্লভ সংখ্যা থেকে দ্বিজেন্দ্রবিষয়ক লেখা পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ইংরেজি বইও ব্যবহার করতে হয়েছে একাজে, সেগুলি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকেই পাওয়া।

এই নিবন্ধে দ্বিজেন্দ্রকাব্যের অনালোচিত দিকটি পরিস্ফুট করার চেষ্টায় যে সমস্ত গ্রন্থাগার ও ব্যক্তির সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

পরিশেষে আমি শুধেয়া অধ্যাপিকা ডঃ গার্গী দত্তকে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই। তাঁর সস্নেহ শাসন ও নির্দেশ আমাকে গবেষণার কাজে সবসময় প্রেরণা জুগিয়েছে। সেই সঙ্গে অধ্যাপক ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্য এবং বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করি, তাঁদের উপদেশ আমাকে সর্বদাই পথনির্দেশ ও উৎসাহিত করেছে।

অল্প সময়ের মধ্যে এই গবেষণাসন্দর্ভটি টাইপ করে দিয়ে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন শ্রী বিমলেন্দু দাস মহাশয়। কিন্তু দ্রুত কাজের জন্য ভুল এড়ানো সম্ভব হয়নি। আর গবেষণার দিনগুলিতে আমার যেসব আপনজন নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রইলাম।